রা জ কু মা র চ ক্র ব র্তী

স্তালিন-লেনিন নিন্দা, ইতিহাসের পুনর্বিচার ও সোভিয়েত ব্যবস্থার পতন

পাঠকদের অনেকেই হয়তো বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক সেরিনা জাহান (১৯৬৬-২০১৩)-এর *ধূসর মস্কো* বইটির সঙ্গে পরিচিত। ১৯৮৭ থেকে '৯৩ পর্যন্ত মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলেন তিনি। মস্কোবাসের সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছিলেন অনবদ্য ওই বই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের এমন মর্মস্পর্শী ধারাবিবরণ বাংলা ভাষায় আর নেই। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন লেখক, বিপর্যয় ও ভাঙনের কারণ ব্যাখ্যা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; তবু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন ধরে ফেলেছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটির অত-দ্রুত ভেঙে পড়ার রহস্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণাঋদ্ধ রচনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সেরিনা জাহানের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় কুর্নিশ না জানিয়ে আমাদের উপায় থাকে না।

১

নানা কথা ও অভিজ্ঞতা বলার ফাঁকে ফাঁকে সেরিনা জাহান যেন দেখাতে চেয়েছিলেন কীভাবে গর্বাচভের *পেরেস্ত্রোইকা* বা পুনর্নির্মাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সত্তর বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে শেষ পর্যন্ত নাকচ করে বসেছিল। সোভিয়েত ইতিহাসের পুনর্বিচার শুরু হয়েছিল ব্যক্তি-স্তালিন ও স্তালিনবাদের নির্মম সমালোচনা ও তাকে পরিহারের মধ্যে দিয়ে, শেষপর্যন্ত তা শেষ হয়েছিল লেনিন ও মহান নভেম্বর বিপ্লবের যাবতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে।

২০০৫ সালে একটি ছোটো প্রবন্ধে ('ওলগার কাছে চিঠি') সেরিনা জাহান লিখেছিলেন :

> '৮৮-র শেষ দিকে ইকা তেরিনা কাভালিয়েভা একদিন ক্লাসে এলেন। হিস্ট্রি অব সি পি এস ইউ পড়াতেন। ওঁর হাতে একটি পত্রিকা—'ভাপরোসি ইসতোরি' (ইতিহাসের প্রশ্ন)। একটা প্রবন্ধ আমাদের দেখালেন। মিদ্‌ভেদেভ্‌-এর লেখা — যত দোষ, যত ত্রুটি, যত ভুলের দায় একজনের — স্তালিন।
>
> আজকের এই দুর্দশার জন্য দায়ী ওই লোকটা। ...প্রতি মাসে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক একটি প্রবন্ধ স্তালিনকে নৃশংস এক দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত করে তুলতে লাগল। রাশিয়া জুড়ে রব উঠল — ও শয়তান, ও খারাপ, ও ভুল, ওকে মুছে ফেলো ইতিহাস থেকে।

কয়েক ছত্র পরে সেরিনা জাহান লিখেছেন :

> এবার কোপ পড়ল লেনিনের উপর। তবে এবারের প্রক্রিয়া শুরু হল সন্তর্পণে। প্রথম পর্যায়ে দু-চারটে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধে মৃদু সমালোচনা।...
>
> ৯১-এর শেষ থেকেই গোটা সোভিয়েত জুড়ে লেনিনের মূর্তি উপড়ে ফেলার হিড়িক পড়ে গেল। ...রাতারাতি মেট্রো-রাস্তাঘাট-শহর থেকে লেনিনের নাম মুছে ফেলা হল। রব উঠল, শোরগোল ছড়াল—'আমাদের অতীত ভুলে ভরা, আমাদের ইতিহাস মানেই অনৃতভাষণ।...'

ধূসর মস্কো-তে সেরিনা জাহান লিখেছেন :

> পুনর্নির্মাণের তোড়ে পুরোনো যা ছিল ভেঙে দেওয়া হল, জীর্ণ বলে উপহাস করল সকলে। অস্বীকার করল পুরোনো নীতি, আদর্শের প্রয়োজনীয়তাকে। সবই চলল উৎসাহীর দ্রুততায়। তবে একটা কথা সকলে ভুলে গেল। পুরোনোকে তো হটানো হল, তার জায়গায় নতুনকে বসানোর প্রতিশ্রুতিতে; কিন্তু সেই নতুনকে গড়বে কে? নতুনকে গড়ে তোলার আগেই পুরোনোকে যে সকলে ফেলে দিয়েছে!
>
> —*ধূসর মস্কো*, পৃষ্ঠা-১৭৯

নিঃসন্দেহে, এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল গর্বাচভের সংস্কারের কার্যক্রম, 'গণতান্ত্রিক ও মানবিক' এক সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোই তাঁর লক্ষ্য ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সংস্কার লক্ষ্যপূরণ করেনি—তা ভাঙলই শুধু, গড়তে পারল না। বস্তুতপক্ষে, ইতিহাসের পুনর্বিচার করতে গিয়ে যে-বিপ্লবী আদর্শের উপর দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত শাসনের নৈতিক দাবি ও গ্রহণযোগ্যতা তাকেই অস্বীকার করে বসেছিল তৎকালীন

শাসকগোষ্ঠী —আগাছা ও শাখা-প্রশাখা ছাঁটতে গিয়ে শেষপর্যন্ত বনস্পতির শিকড়টাই যে উপড়ে ফেলেছিল তারা!

> ৯১ শেষ হয়ে এল। ডিসেম্বর মাস। নতুন বছর শুরু হতে আর দিন কয় বাকি। ...আচমকা বোমা বিস্ফোরণের মতো শোনা গেল একটা খবর। ইয়েলৎসিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দিয়েছেন। গর্বাচভ পদচ্যুত। ...রাত্রিবেলা টিভিতে এলেন গর্বাচভ। অনেকটা হেরে যাওয়া ফুটবল দলের অধিনায়কেরা যেমন বলেন, ওরা ভালো খেলেছে, জিতেছে, আমরা খারাপ খেলেছি, হেরেছি গোছের একটা বাণী দিয়ে ইয়েলৎসিনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।
>
> (—*ধূসর মস্কো*, পৃষ্ঠা-২০৩)

২

১৯৮০-র দশকের প্রথমার্ধে, এমনকি গর্বাচভের সংস্কার-প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখনও, আসন্ন ঐতিহাসিক পরিণতির কথা কল্পনা করা যায়নি। ঘনীভূত আর্থিক সংকট সত্ত্বেও অধিবাসীদের চাহিদা মেটাতে সোভিয়েত রাষ্ট্র অক্ষম হয়ে পড়েছিল, তা নয়। শ্রমিকদের, কৃষকদের, ছাত্রদের বা বিচ্ছিন্নতাকামী জাতীয়তাবাদীদের এমন কোনো সংগঠিত আন্দোলন ছিল না যা এই ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত। গবেষক ও ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন, তখনও পর্যন্ত সোভিয়েত শাসনের নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা সংকটাপন্ন হয়নি। নিকোলাই পোপভ নামের এক রুশ সমাজতাত্ত্বিকের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, *পেরেস্ত্রোইকা*-পূর্ব যুগে বিভিন্ন আদর্শের আদানপ্রদানের উপর সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এতটাই ব্যাপক ছিল যে সরকারি মতবাদের বিরুদ্ধে ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করা ও তাকে বিকশিত করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা এবং মানুষের রাজনৈতিক অনীহা সোভিয়েত ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশ, পোপভের ভাষায়, সোভিয়েত ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের 'দাসসুলভ সমর্থন' (servile support) অব্যাহত রেখেছিল (শার্লক, পৃষ্ঠা :১০৭)। অনেকটা একইরকম কথা আরও অনেক লেখকই বলেছেন। সোভিয়েতের মানুষ অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থার কথা জানত না, স্বভাবতই তারা তাদের ব্যবস্থাকেই সেরা বলে ধরে নিয়েছিল। এই চিত্রটা গর্বাচভের সংস্কার-কর্মসূচি শুরুর সময়ও বদলে যায়নি। এই প্রসঙ্গে, ১৯৮৮-র প্রথম দিকে একটি জনমত সমীক্ষার কথা বলা যায়। তার কিছুদিন আগে থেকে গর্বাচভ তাঁর স্তালিনবাদ-বিরোধী প্রচারের সূচনা করেছেন, যদিও তখন সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারাভিযান সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি। সেই সময়ে উচ্চশিক্ষারত ১২০০ ছাত্রের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে তাদের মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ বিশ্বাস করত, এইরকম

স্তালিন-বিরোধিতা তরুণ সমাজকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বিরূপ করে তুলতে পারে (শার্লক, পৃষ্ঠা, ১০৮)। অর্থাৎ ১৯৮৮-র শুরুতেও শিক্ষিত তরুণ সমাজের বড়ো অংশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি তাদের সমর্থন ও আনুগত্য বজায় রেখেছিল। তারা ব্যবস্থাটির সংস্কার চেয়েছিল, বদল নয়। কিন্তু শীঘ্রই পরিস্থিতিটা আমূল বদলে যায়।

১৯৮৬-র শেষার্ধ ও ১৯৮৭ থেকে গর্বাচভ তাঁর *গ্লাসনস্ত*-এর কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। গর্বাচভের এই সংস্কার-প্রচেষ্টার মূল কথা ছিল মুক্ত পরিবেশ, চিন্তার বাধাহীন আদানপ্রদান, ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ। গর্বাচভ যে 'মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' প্রবর্তন করতে চাইছিলেন তার প্রেরণা ও ভিত্তি হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন লেনিনকে, এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে স্তালিন ও স্তালিনবাদকে। স্তালিনবাদ বা স্তালিনীয় ব্যবস্থা সোভিয়েত সমাজজীবন থেকে নির্মূল করতে পারলেই মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে ফেরা যাবে বলে সংস্কারপন্থীরা বিশ্বাস করেছিলেন। গর্বাচভের *গ্লাসনস্ত* (মুক্ত পরিবেশ) স্তালিন ও স্তালিনবাদকে কালিমালিপ্ত করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। গর্বাচভ মনে করেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের সংস্কার-বিরোধী অংশটিকে মতাদর্শগতভাবে দুর্বল ও কোণঠাসা করবার জন্যে এই কৌশল জরুরি। এর আগে ক্রুশ্চেভও পঞ্চাশের দশকে স্তালিনবাদ-অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই উদ্যোগ মাঝপথে থমকে গিয়েছিল। সোভিয়েত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র শাসন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ ও তার একমাত্র বৈধ ব্যাখ্যাকার হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির অলঙ্ঘনীয়তা, কেন্দ্রিকতার নীতি, অর্থনীতির উপর সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, নাগরিক স্বাধীনতার উপর লক্ষণীয় নিয়ন্ত্রণ-আরোপ, গুপ্ত পুলিশের নজরদারি, পশ্চিমি শক্তির সঙ্গে ঠান্ডা যুদ্ধ প্রভৃতি অব্যাহত ছিল। গর্বাচভের সংস্কার-পরিকল্পনা সে-ক্ষেত্রে ছিল আরও বেশি গভীর ও পরিবর্তনপন্থী, যদিও সমাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ও কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ অবস্থানের সম্পূর্ণ বিলোপ অবশ্যই সে-মুহূর্তে তিনি চাননি। তিনি লেনিনের — ১৯২০-র দশকের লেনিনের — 'সত্যিকারের উত্তরসূরি' হতে চেয়েছিলেন। ব্রেজনেভের সময়কালে (১৯৬৪-৮২) যেভাবে অর্থনীতি নিশ্চল হয়ে পড়েছিল, সমান্তরাল গুপ্ত অর্থনীতির রমরমা বেড়েছিল, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংবেদনশীলতা হারিয়েছিল ও দুর্নীতি আকাশচুম্বী হয়েছিল, তাতে করে সোভিয়েত ব্যবস্থার সংস্কারের জরুরি প্রয়োজন অনেকেই বোধ করছিলেন। অবশ্য, গর্বাচভ শুধুমাত্র বাস্তব পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায়, আর্থিক সংকটে জেরবার হয়ে, সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এ-কথা বললে সম্ভবত পুরোটা বলা হবে না। একটা নৈতিক তাগিদও নিশ্চয় ছিল — চেয়েছিলেন

রাজনৈতিক বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের উজ্জীবন ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও মানবিক এক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৭-র জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের পর (যেখানে গর্বাচভের গণতন্ত্রীকরণের উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছিল) পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা *Kommunist*-এর সম্পাদকীয়তে *পেরেস্ত্রোইকা* বা পুনর্নির্মাণকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল : 'এ হল অক্টোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা। এর লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি ও আদর্শের রূপায়ণ, তার সমস্ত বিকৃতির অপনোদন।' সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কালসঞ্চিত বিকৃতির অপসারণ ও দীর্ঘ স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংস্কারের কাণ্ডারীরা লেনিন ও লেনিনবাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, লেনিন ছিলেন যাবতীয় যান্ত্রিক চিন্তার শত্রু। লেনিন মনে করতেন, নিরপেক্ষ আত্মমূল্যায়ন এবং নিজের দুর্বলতা ও ভুলগুলিকে খোলামেলাভাবে স্বীকার করাই বলশেভিক পার্টির সজীব অস্তিত্বের চাবিকাঠি।

Kommunist-এর সম্পাদকীয়তে ১৯৮৭-র শেষদিকে লেনিনকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছিল, যদি কোনো পার্টি-সদস্য পার্টির কোনো সিদ্ধান্তকে ভুল ও ক্ষতিকর বলে নিশ্চিত হয়, তাহলে তার বিরোধিতা করা তাঁর বাধ্যতামূলক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ওই সম্পাদকীয়তে এও বলা হয়, পার্টির কোনো গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্ন-মত পোষণের জন্য লেনিন কখনো কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি, তাঁদের বিরুদ্ধ-মত পোষণের অধিকার দিয়েছিলেন। পার্টি পত্রিকা *ইজভেস্তিয়া*-য় উল্লিখিত হয়েছিল ট্রটস্কি সম্পর্কে জিনোভিয়েভকে লেখা নাদেজদা ক্রুপস্কায়া (লেনিনের স্ত্রী)-র একটি চিঠি। ১৯২৩-এ লেখা সেই চিঠিতে ক্রুপস্কায়া লিখেছিলেন : একজন কমরেড হিসেবে ট্রটস্কির সঙ্গে আমাদের অবশ্যই তর্ক করতে হবে, আমরা তাঁকে পার্টির শক্তি বলে বিবেচনা করব এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে এই শক্তিকে পার্টির সর্বোচ্চ উপকারের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। ট্রটস্কিকে সংস্কারপন্থীরা সমর্থন করেছিলেন তা নয়, বরঞ্চ তিনি আগের মতোই সমালোচিত ছিলেন, তথাপি ক্রুপস্কায়ার চিঠিটি উদ্ধৃত হয়েছিল সোভিয়েত পার্টির মধ্যে তর্কবিতর্কের জীবন্ত পরিবেশটা ফিরিয়ে আনার জন্যে। গর্বাচভ ও সংস্কারপন্থীরা জানতেন, এইরকম খোলামেলা পরিবেশ ছাড়া তিনি পার্টির অভ্যন্তরে সংস্কারের পক্ষে জনমত তৈরি করতে পারবেন না।

সেইসঙ্গে গর্বাচভ আশঙ্কা করেছিলেন, পার্টি ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে সংস্কার-বিরোধী শক্তি ও কায়েমি স্বার্থের এতটাই দাপট যে শুধুমাত্র তার উপর নির্ভর করে সংস্কার-পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ দুরূহ কাজ। ১৯৮৭-তে গর্বাচভ মন্তব্য করেন, যদিও *পেরেস্ত্রোইকা*-র সূচনা হয়েছে 'উপর থেকে বিপ্লব' হিসেবে, কিন্তু 'নীচের থেকে বিপ্লব'-এর সঙ্গে সমন্বয় সম্ভব না হলে তার সফল হওয়া অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে অবশ্যই

তিনি পার্টির নীচুতলার সদস্যদের সমর্থনের কথা ভেবে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি চাইছিলেন তাঁর সংস্কার-উদ্যোগের পিছনে পার্টির ভিতরের ও বাইরের ব্যাপক মানুষের সমর্থন। বাইরের জনগণের সমর্থন নিজের পক্ষে সংগঠিত করতে তিনি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্টি-বহির্ভূত জনগণকেও সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্য নিয়েই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের উদ্যোগ এবং *গ্লাসনস্ত* বা মুক্ত পরিবেশ প্রবর্তন। এমনটা বলা হয়েছে, পার্টির মধ্যেকার সংস্কার-বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করার জন্যে শিক্ষিত চিন্তক সম্প্রদায় বা বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে জোট গঠনে তৎপর হয়েছিলেন গর্বাচভ এবং *গ্লাসনস্ত* তারই ফল। এই প্রেক্ষাপটেই স্তালিন-বিরোধী প্রচারের বিষয়টি দেখতে হবে। সংস্কারপন্থী পার্টি-নেতৃত্বের উৎসাহে ও প্রশ্রয়ে *গ্লাসনস্ত*-এর আশীর্বাদপুষ্ট মুক্ত প্রচারমাধ্যমে শুরু হয়েছিল স্তালিন ও স্তালিনবাদের এন্তার সমালোচনা এবং তারই সূত্র ধরে সোভিয়েত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনর্বিচার ও পুনঃপাঠ। এতদিন পার্টি ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন সোভিয়েত মিডিয়ায় এবং জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি নির্বাচিত ও একপেশে পাঠ দেওয়া হত। সরকারি ইতিহাস-ভাষ্যের বিকল্প ইতিহাসচর্চার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই প্রথা ও অভ্যাস ভেঙে দিয়ে ১৯৮৭-র নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে গর্বাচভ ঘোষণা করলেন, সোভিয়েত ইতিহাসের কয়েকদশকব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যটি আর অলঙ্ঘনীয় নয়, এ-ব্যাপারে আরও চর্চা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে গর্বাচভ বললেন, সত্যকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে কোনো বাধানিষেধ নেই। কোনো সরকারি আদেশনামা দিয়ে তত্ত্বের প্রশ্নটির মীমাংসা করা কাম্য নয়। মানুষের বিভিন্ন মনের মুক্ত প্রতিযোগিতা অবশ্যই থাকা দরকার। তখনও পর্যন্ত গর্বাচভ 'সমাজতান্ত্রিক বহুত্ববাদ'-এর কথাই ভাবছিলেন। পলিটব্যুরোর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্বাস করতেন, সোভিয়েত ইতিহাসের যা-খুশি-তাই পুনর্বিচার যদি সোভিয়েত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়, তাহলে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সুতরাং এই পুনর্বিচারকে হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত। স্তালিন ও স্তালিনীয় ব্যবস্থাপনার সমালোচনা চলতে পারে, কিন্তু কখনোই তা মহান নভেম্বর বিপ্লব ও সোভিয়েত পার্টি-রাষ্ট্রের লেনিনীয় ঐতিহ্যের যৌক্তিকতা নিয়ে মৌলিক আপত্তি তুলবে না। সংস্কারকে কাঙ্ক্ষিত পথে নিয়ে যেতে গেলে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল সুরটি ধরে রাখতে গেলে, সোভিয়েত ইতিহাসের পুনর্বিচারকেও হতে হবে সতর্ক ও দায়িত্বশীল।

৩

স্তালিনের নিন্দা ও সমালোচনা সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বপ্রথম *পেরেস্ত্রোইকা*-র আমলে

শুরু হয়েছিল তা নয়। আমরা জানি, ১৯৫৬-র ২৫ ফেব্রুয়ারি সিপিএসইউ-র বিশতম সম্মেলনে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন; নানা 'সন্ত্রাসমূলক' কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিপূজা প্রবর্তনের দায়েও অভিযুক্ত হয়েছিলেন স্তালিন। লক্ষণীয় হল, ক্রুশ্চেভ স্তালিনীয় বিচ্যুতি ও বিকৃতির উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন ব্যক্তি-স্তালিনের মানস প্রবণতার মধ্যে। অর্থাৎ, সোভিয়েত সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে স্তালিনবাদের ওতপ্রোত সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয়েছিল। ক্রুশ্চেভের ভাষণ নিয়ে পশ্চিমি প্রচারমাধ্যমে যখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র-বিরোধী কুৎসা ছড়িয়ে পড়েছিল, এমনকি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পালমিরো তোগলিয়াত্তি পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন যে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব পাস করে (১৯৫৬, ৩০ জুন) এই ধরনের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। এই প্রস্তাবটিকেই আমরা ধরে নিতে পারি, গর্বাচভের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত স্তালিনবাদ সম্পর্কে সোভিয়েতের সরকারি ভাষ্য।

কী বলা হয়েছিল সেই প্রস্তাবে? প্রস্তাবের মূল্যায়নটি ছিল এরকম : স্তালিনের অধীনে ক্ষমতার অপপ্রয়োগটি ছিল ইতিহাসের তৎকালীন বস্তুগত প্রেক্ষিতটির সঙ্গে স্তালিনের বিশেষ ব্যক্তিত্বের মিশ্রণের পরিণাম। বস্তুগত প্রেক্ষিতটি হল— এক, বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিবেষ্টনী (পুঁজিবাদী বেষ্টনী) যা সদ্য-গড়ে-ওঠা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল সোভিয়েত-জনগণকে সবসময় সামরিকভাবে সংগঠিত ও প্রস্তুত করে রাখতে, যাতে করে বৈদেশিক আক্রমণের মুখে যে-কোনো মুহূর্তে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। দুই, পার্টির মধ্যে ভয়ংকর দলাদলি ও সংঘাত শুরু হয়েছিল; বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী এবং ট্রটস্কিপন্থীরা লেনিনবাদ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে পুঁজিবাদের পুনর্বাসনে তৎপর হয়েছিলেন। জটিল ও বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সেইসঙ্গে কয়েক শতকব্যাপী অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা — এ-সবের ফলে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছিল যাতে করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল 'নেতৃত্বের কঠোরতম কেন্দ্রীকরণ'-এর ও 'গণতন্ত্রের সংকোচন'-এর। সংকুচিত গণতন্ত্রের কারণে এবং স্তালিনের নেতৃত্বের গুণে শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করা সম্ভব হয়েছিল। দেশের সম্পদ সমাজতন্ত্রের নির্মাণে ও জাতির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করা গিয়েছিল। এই বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে স্তালিনের ব্যক্তিগত মানসপ্রবণতা যুক্ত হল। নিজের অভ্রান্ততায় ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন স্তালিন; দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। এগুলির সাহায্যে বিপুল-সংখ্যক সোভিয়েত নাগরিককে সমাজজীবন থেকে ছেঁটে ফেলা (purge)

হয়েছিল। স্তালিন-কর্তৃক ক্ষমতার এই অপব্যবহার অবশ্য ঘটেছিল মূলত তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে, যখন তিনি সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে অনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন এবং লেনিনীয় নীতি ও পার্টি-জীবনের আদর্শ লঙ্ঘন করেছিলেন।

লক্ষণীয় হল, এই মূল্যায়নে স্তালিনীয় বিচ্যুতির উৎস হিসেবে সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়নি। ওই প্রস্তাবে এও বলা হয়েছিল, স্তালিন তাঁর ক্ষমতার বিপুল অপব্যবহার সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে শেষ পর্যন্ত বিকৃত করতে পারেননি। এটিই ছিল পরবর্তী ত্রিশ বছরের স্তালিন সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের সরকারি মূল্যায়ন।

গর্বাচভ-জমানায় স্তালিন সম্পর্কে মূল্যায়নে একটি মৌলিক রূপান্তর এসেছিল। ১৯৮৭-র ২ নভেম্বর গর্বাচভ সোভিয়েত ইতিহাস বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। এটি ছিল সোভিয়েত ইতিহাস নিয়ে গর্বাচভের প্রথম প্রকাশ্য মূল্যায়ন। এই বক্তৃতার ঠিক একদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বই *পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা*। বক্তৃতায় এবং বইতে স্তালিনবাদের উদ্ভবের বস্তুগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের পাশাপাশি গর্বাচভ বলেন — ক্রুশ্চেভের সময় যা বলা হয়নি — সমাজতন্ত্রের সেই স্তালিনীয় বিকৃতির অনেকটাই আজও অটুট রয়ে গেছে সোভিয়েত ব্যবস্থার শরীরে, কাঠামোয়। তাঁর মূল্যায়ন হল : ১৯৩০-এর দশকের বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে পার্টি ও রাষ্ট্রকাঠামোয় ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও বলপ্রয়োগের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল; ফলে সোভিয়েত রাজনৈতিক কাঠামোয় জনগণের অর্থবহ অংশগ্রহণের বিষয়টি অবহেলিত হয়েছিল। Bureaucratic Command System বা আমলাতান্ত্রিক আদেশমূলক ব্যবস্থাটির উদ্ভবের একটি বস্তুগত ভিত্তি তৎকালীন সোভিয়েত সমাজে বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক মূল্যবোধগুলি সুপারস্ট্রাক্চার বা উপরিকাঠামোয় এমনভাবে সঞ্চারিত হয় যে বস্তুগত ভিত্তি-নিরপেক্ষভাবে তা টিকে থাকে এবং এখনও তা টিকে আছে। সমাজতন্ত্রের একইরকম বিকৃতি, দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের একইরকম সংকোচন, সোভিয়েত ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী বৈশিষ্ট্য হিসেবে এখনও থেকে গেছে। 'গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজতন্ত্র'র আবাহনের লক্ষ্যে গর্বাচভ এ-সবের খোলনলচে সংস্কারের ডাক দিলেন।

অতঃপর স্তালিনের ব্যক্তিত্বের ও তাঁর নানা গর্হিত কাজকর্মের পাশাপাশি স্তালিনবাদের উৎস ও প্রেক্ষিত নিয়ে গভীরতর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যালোচনা শুরু হল। গর্বাচভ স্তালিনীয় ব্যবস্থার উৎস দেখেছিলেন ১৯৩০-এর ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে, কিন্তু অনেকে এই উৎস-সন্ধানে আরও পিছিয়ে যেতে চাইলেন। ১৯৮৮-র দ্বিতীয়ার্ধ

থেকে শুরু হয়েছিল *গ্লাসনস্ত*-এর নয়া পর্যায়। আর শুধু স্তালিন নন, লেনিন এবং বলশেভিক বিপ্লবের ঐতিহ্যও এবার বিচারের অন্তর্ভুক্ত হল। কালক্রমে এই বিচারও হয়ে উঠেছিল খুব নেতিবাচক ও আক্রমণাত্মক। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকড় ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল অতঃপর।

৪

গ্লাসনস্ত-এর এই নয়া পর্যায়ের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছিল সংস্কারের প্রশ্ন নিয়ে পার্টি-নেতৃত্বের বিভাজন ও অন্তর্বিরোধ এবং সেই বিরোধে সংস্কারপন্থী অংশটির ঐতিহাসিক পুনর্বিচারের পদ্ধতিটিকে জোরালোভাবে ব্যবহার করার কৌশলগ্রহণ। স্তালিনের বল্গাহীন সমালোচনা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের মধ্যে। গর্বাচভের সংস্কার-কর্মসূচি নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। সি পি এস ইউ-র উনিশতম সম্মেলনে পার্টি ও সমাজের আরও গণতন্ত্রীকরণের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল—তার প্রাক্কালে সংস্কার-বিরোধী বা রক্ষণশীল অংশটি নিজেদের সুর চড়া করতে চাইছিলেন। পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ইগর লিগাচেভ-এর উদ্যোগে *Sovetskaia Rossia*-তে নিনা আন্দ্রিভা নামে লেনিনগ্রাদের এক শিক্ষকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল (১৩ মার্চ, ১৯৮৮), যেখানে স্তালিনবাদের নিন্দার জন্য উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। পার্টির আঞ্চলিক নেতৃত্বের একটি বড়ো অংশের সমর্থন পেয়েছিল এই বক্তব্য।

পেরেস্ত্রোইকা-র ডাক দেবার পর এই প্রথম গর্বাচভ সংস্কার-বিরোধী গোষ্ঠীর সংগঠিত বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন। গর্বাচভ ও সংস্কারপন্থীরা এমনতরো সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন *প্রাভদা*-য়, ৫ এপ্রিল। সেখানে *গ্লাসনস্ত*-এর কার্যক্রম সমর্থন করে সোচ্চারে জানানো হল, সোভিয়েত ইতিহাসের এই পুনর্মূল্যায়ন *পেরেস্ত্রোইকা*-র রূপায়ণেই সাহায্য করবে। ১৯৮৮-র জুনে উনিশতম পার্টি সম্মেলনে রাজনৈতিক গণতন্ত্রীকরণের কর্মসূচি আরও জোরদার করা হয়েছিল। সংস্কার-বিরোধী প্রতিপক্ষের বিরোধিতা মোকাবিলার জন্য গর্বাচভ আরও বেশি করে চিন্তকসমাজের সহযোগিতা দাবি করলেন। সংস্কারপন্থী পার্টি-নেতৃত্বের উৎসাহে ও প্রশ্রয়ে এবং সংস্কারবিরোধী শক্তিকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে চিন্তকশ্রেণি তাদের স্তালিন-বিরোধী প্রচার আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে মুক্ত আবহাওয়ার সুযোগে বহু স্ব-উদ্যোগী জার্নাল, সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। বহুক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধিত পাঠক-সংখ্যার কাছে পৌঁছাবার জন্য এইসব পত্রপত্রিকা ও কাগজে সোভিয়েত ইতিহাস নিয়ে উত্তেজক সংবাদ ও লেখাপত্র প্রকাশ করার ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এই ধরনের

প্রবণতার সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিণাম নিয়ে গর্বাচভ বেশ কয়েকবার সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন—মিডিয়াকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন দায়িত্বশীল হবার কথা। কিন্তু ঘটনাক্রম ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকল।

৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন ছিলেন সমালোচনার অতীত এক মহামানব। তিনি ও সোভিয়েত বিপ্লব যেন সমার্থক। স্তালিন বিভিন্ন সময়ে সমালোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু লেনিনকে সমালোচনা করার দুঃসাহস কেউ দেখাননি, তেমন বৌদ্ধিক প্রেরণাও কেউ অনুভব করেননি। কিন্তু *গ্লাসনস্ত*-এর আবহাওয়ায় পরিস্থিতি আস্তে আস্তে পালটাতে শুরু করেছিল। শুরুর দিকে পত্রপত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট সাবধানী। কেননা, *গ্লাসনস্ত*-এর প্রথমদিকে সরকারি তরফে উদার মনোভাব সত্ত্বেও সেন্সরশিপ একেবারে বাতিল হয়নি। লেনিনের সমালোচনা নয়, বরঞ্চ *গ্লাসনস্ত*-এর প্রথম দিকে, লেনিনের নাম করেই ও তাঁর দৃষ্টান্ত দেখিয়েই সোভিয়েত ইতিহাসের পুনর্বিচারের দাবি তোলা হচ্ছিল। স্তালিনকে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছিল লেনিনের নীতির বিচ্যুতি হিসেবে। উদারপন্থী চিন্তকরা নেপ (NEP)-পর্বের লেনিনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে মিডিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। ওই সময়কালে সংবাদমাধ্যমে সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ও নেতিবাচক সমালোচনাগুলি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন লেনিন। এক্ষেত্রে লেনিনের একটি উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের মনোভাব ঠিকমতো অনুধাবন। তবে সেটাই সব ছিল না। *Kommunist*-এর সম্পাদকীয়র দাবি অনুযায়ী, লেনিন জানতেন যে চূড়ান্ত সোভিয়েত-বিরোধী আক্রমণের মধ্যেও কিছু ন্যায্য সমালোচনা থাকতে পারে। তাছাড়া এই ধরনের সমালোচনার প্রকাশ পার্টির মধ্যে আত্মমূল্যায়নের প্রবণতা শক্তিশালী করবে বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন।

১৯৮৮-র শেষার্ধ থেকে *গ্লাসনস্ত*-এর অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে লেনিন শুধু ঐতিহাসিক পুনর্বিচারের অন্তর্ভুক্তই হলেন না, তীব্রভাবে আক্রান্তও হলেন। ভ্লাদিমির জাজুব্রিন-এর লেখা ১৯২৩ সালের একটি গল্প *নেভা* পত্রিকায় প্রকাশিত হল, যার বিষয় ছিল গুপ্ত পুলিশ চেকা-র নিষ্ঠুরতা। প্রয়াত ভাসিলি গ্রসম্যান-এর নিষিদ্ধ উপন্যাস *ভ্সে তেচেৎ Oktiabr*-এ প্রকাশ করা হল, যেখানে স্বয়ং লেনিন চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সোভিয়েতের সরকারি ইতিহাসে 'লাল সন্ত্রাস'কে দেখানো হত প্রতিবিপ্লবীদের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র থেকে বলশেভিক শাসনকে রক্ষার একটি জরুরি আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে। ১৯৮৯-৯০-এ বহু লেখায় উদারপন্থী লেখক ও সমালোচকরা এই যুক্তিক্রমটি উলটে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, লেনিনের রাজনৈতিক

নিপীড়ন ও নাগরিক অধিকারের সংকোচনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বলশেভিক-বিরোধীদের কার্যক্রম দেখতে হবে। বোঝা যায়, এই উদারপন্থী চিন্তকরা বলশেভিক বিপ্লবের গোটা ঐতিহ্যটিই নস্যাৎ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, উদারপন্থী চিন্তক সমাজের একটা বড়ো অংশ বিপ্লবী হিংসা ও শ্রেণিসংগ্রামের নীতির মধ্যে নাগরিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকোচন ও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। নিকোলাই পোপভ স্তালিনীয় একনায়কতন্ত্রের পূর্বসংকেত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলির প্রতি লেনিনীয় বলশেভিকবাদের অনীহা ও অবজ্ঞাকে। ভ্লাদিমির তোল্ৎসিয়াকভের মতো চিন্তকরা বললেন, লেনিন আদৌ গণতান্ত্রিক ছিলেন না, তিনি উদারপন্থী চিন্তকদের অবিশ্বাস করতেন এবং তাদের 'বুর্জোয়াদের সেবাদাস' বলে মনে করতেন।

উদারপন্থী সমালোচক ও সংবাদমাধ্যমের এমনতরো আক্রমণ ও ইতিহাসের পুনর্বিচারের মুখে কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ ভবিষ্যৎ-বিনষ্টির অশনিসংকেত দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা বলতে চাইছিলেন, উদারনৈতিক সংবাদমাধ্যম *পেরেস্ত্রোইকা*-র অর্থ বলতে বুঝেছে সোভিয়েতের গোটা ইতিহাসকেই কালো কালি দিয়ে মুছে দেওয়া। সমাজতান্ত্রিক নীতি ও নৈতিকতা তারা সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছে। এমন স্বেচ্ছাচারী *গ্লাসনস্ত-এর* রাশ টেনে ধরার দাবিতে পার্টির একাংশ শোরগোল তুলেছিলেন। উদারপন্থী লেখকদের চরমপন্থী মতামত সমর্থন না করলেও গর্বাচভ ইতিহাসচর্চা ও আলোচনার ক্ষেত্রে *গ্লাসনস্ত*-কে সংকুচিত করতে চাইলেন না। সংবাদমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হবার আবেদন জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন। পার্টিকে বললেন, নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

উদারপন্থী চিন্তকসমাজ ইতিমধ্যে এতটাই সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল যে গর্বাচভের সংযত হবার আবেদনে কর্ণপাত করেননি। উদারপন্থীদের একটা বড়ো অংশ ততদিনে আর শুধু স্তালিন নন, লেনিনবাদ ও মার্কসবাদকেই অচল বলে দাবি করতে শুরু করেছিলেন। তীব্র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল।

এই পরিস্থিতিতেও গর্বাচভ ও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কঠোর হতে চাইলেন না। বরঞ্চ সংস্কারপন্থী নেতৃত্ব নিজেরাও স্বীকার করে নিলেন, এতদিনের প্রচলিত ও প্রচারিত সোভিয়েত ইতিহাসের অনেকটাই মিথ্যা ও বিকৃতিতে ভরা। গর্বাচভ ভাবছিলেন, এইসব মিথ্যা না লুকিয়ে স্বীকার করে নিলে পার্টির নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, পার্টির উপর মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে আসবে। তেমনটা ঘটেনি। সোভিয়েত ইতিহাসের নেতিবাচক পুনর্মূল্যায়ন সোভিয়েত ব্যবস্থার শিকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলে তার ভাঙন

ত্বরান্বিত করেছিল; অথবা অন্যভাবে বললে, সেই ভাঙনের কর্মসূচিকে নৈতিক বৈধতা দিয়েছিল।

৬

প্রশ্ন হল, সমাজতন্ত্র-বিরোধী বয়ান বা ভাষ্যগুলি কেন এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল, কেনই-বা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলক আদর্শকে রক্ষা করতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বা পার্টিপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন? নানাভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে প্রত্যেক রাষ্ট্রই, সে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, অবাধ মতপ্রকাশের অধিকার সাধারণভাবে ততদিনই সহ্য করে যতদিন না তা নিজের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মুখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে, এমনটি আমরা লক্ষ করি না। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংস্কারপন্থী কর্ণধাররা কিন্তু সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তি ও মতাদর্শের পুনরুজ্জীবন ও ক্রমান্বয় শক্তি-অর্জন সত্ত্বেও *গ্লাসনস্ত* ও গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। গণজাগরণের তোড়ে শাসকশ্রেণি এইরকম অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। উদ্যোগটি এসেছিল শাসকশ্রেণির তরফ থেকেই। শাসকশ্রেণির একটি অংশ নিজেরাই পুরোনো ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার সমূল সংস্কারের দিকে ধাবিত হয়েছিল। টমাস শার্লক তাঁর বইতে যথার্থই বলেছেন (২০০৭), রাজনৈতিক স্থিরতা বহুলাংশে নির্ভরশীল সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক 'এলিট'দের সফলভাবে একটি 'core system of beliefs and myths'-এর সংরক্ষণের মধ্যে। যদি সেই এলিট-রা কার্যকর আদর্শগত কাঠামো বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, অথবা সেই অতিকথা ও প্রতীকগুলি সম্পর্কে নিজেরাই এক মত হতে না পারে, তাহলে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবক্ষয় স্বাভাবিক। এমনকি এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলির মুখোমুখি হয়ে তার পতন ঘটাও অস্বাভাবিক নয় (শার্লক, পৃষ্ঠা : ১২২)। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছিল।

গর্বাচভ মুক্ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিকে। কিন্তু পার্টির বুদ্ধিজীবী ও প্রচারকদের এমন খোলামেলা পরিবেশে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালনার কোনো অভ্যাস ছিল না; প্রচারক হিসেবে তাঁরা যতটা দক্ষ ও পারংগম ছিলেন, তার চেয়ে বেশি অভ্যস্ত ছিলেন পার্টি-লাইনের প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলা প্রদর্শনে। ফলে তাঁরা উগ্র পরিবর্তনকামী সমালোচকদের সঙ্গে লড়াইটা সমানে সমানে চালাতে পারেননি। তাছাড়া তাঁদের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়েছিল। *গ্লাসনস্ত*-এর অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে যাঁরাই উদ্বেগ জানাচ্ছিলেন বা বিরোধিতা করছিলেন,

তাঁদেরই 'স্তালিনবাদী', 'গণতন্ত্র-বিরোধী' ইত্যাদি বলে ছাপ্পা মেরে দেওয়া হচ্ছিল। এতে করে চরম পরিবর্তনপন্থী বা সোভিয়েত-বিরোধী সমালোচকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো আরও শক্ত হয়ে গিয়েছিল, কেননা পরিবর্তনপন্থীরাই একমাত্র চিহ্নিত হচ্ছিলেন 'গণতন্ত্রপ্রেমী' হিসেবে।

সোভিয়েত জনগণকে পার্টির সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী খুব নির্বাচিত একটা ইতিহাস পড়ানো হত এবং সামাজিক বাস্তবতার একটা খণ্ডচিত্র তাদের সামনে উপস্থিত করানো হত। সরকার-অনুমোদিত ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করত কয়েক খণ্ড বিশিষ্ট *সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস*, যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন পি. এন. পসপেলভ; আর-একটি ছিল বরিস পনোমারেভ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত এক-খণ্ডের ওই একই নামের একটি বই। এটি প্রথম বের হয়েছিল ১৯৫৯-এ, তারপর তার সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের উৎস ছিল এই দুটি বই। ক্রুশ্চেভ জমানায় প্রকাশিত পনোমারেভ-সম্পাদিত বইটিতে স্তালিনের 'ব্যক্তিত্ব-পূজা' ও সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার নেতিবাচক প্রভাব, স্তালিনের সন্ত্রাস প্রভৃতি বিষয় অতি-বিস্তৃতভাবে না হলেও স্থান পেয়েছিল, ১৯৬২-র সংস্করণেও তা উল্লিখিত হয়। কিন্তু ব্রেজনেভের সময়কালে এই অংশটি কাটছাঁট করে নরম করে দেওয়া হয়। স্তালিনের 'ব্যক্তিত্ব-পূজা'র বিষয়টি সম্পর্কে ১৯৬২-র সংস্করণে আলোচনা ছিল তিন পৃষ্ঠা, ১৯৬৯-এর সংস্করণে তা হয়ে দাঁড়ায় দুই প্যারাগ্রাফ, ১৯৭১-এর সংস্করণে এক প্যারাগ্রাফ। ১৯৭৬-এর সংস্করণে তার সম্পূর্ণটাই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। পসপেলভের সম্পাদিত বইটির ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটে। সোভিয়েতের ১৯৩৪ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস লিখতে সেখানে দুটি খণ্ড মিলিয়ে ১২০০ পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়, অথচ স্তালিনবাদের বিশ্লেষণ এবং তাঁর কুখ্যাত 'পার্জ' নিয়ে আলোচনা করা হয় মাত্র দুই প্যারাগ্রাফ।

যে-দেশে এতটা সেন্সরশিপ এবং নিজের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে এতটা গোপনীয়তা ছিল, সেখানে যখন *গ্লাসনস্ত*-এর দরুন হঠাৎ করে বন্যার মতো অজস্র অপ্রিয় তথ্য ও সত্য প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন মানুষের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সেই 'বন্যা'র মধ্যে কোন্ কথাটি সত্যি, আর কোনটি নেহাত-ই গুজব ও অপপ্রচার তার বাছবিচার করাও ছিল দুঃসাধ্য।

মনে রাখতে হবে, ক্রুশ্চেভ জমানাতেও স্তালিন সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় পত্রপত্রিকার পাঠক-সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। ব্রেজনেভের সময়কালে সমাজের কিছু কিছু কোটরে, ব্যক্তিগত আলোচনার চৌহদ্দিতে,

পারস্পরিক ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কিছু সমালোচনা হত। একাংশের লেখক-বুদ্ধিজীবী এক ধরনের নিজস্ব টাইপ করা লেখা গোপনে নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করতেন। কিন্তু এ-সবেরই পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ, সরকারি প্রচারের বিপুলপ্রসারী প্রভাব দমিয়ে দেবার কিছুমাত্র ক্ষমতা তার ছিল না। *গ্লাসনস্ত*-এর যুগে যেভাবে স্বাধীন পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনার বিস্ফোরণ ঘটল, তাতে করে পরিস্থিতির মৌলিক রূপান্তর ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে শুরু করল সোভিয়েত ব্যবস্থা-বিরোধী নানা তথ্য ও মতামত। ১৯৯০-এ *Novyi mir*-এর মতো পত্রিকা আড়াই লক্ষের বেশি কপি ছাপা হত। সোভিয়েত ইতিহাসের নানা উত্তেজক ও বিতর্কিত রচনা প্রকাশের জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজ *Argumenty i fakty* ৩৩ মিলিয়ন পাঠকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়া। নানা সিনেমা তৈরি হতে লাগল ও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল। 'রিপেনটেন্স' নামে একটি জর্জিয়ান চলচ্চিত্রে স্তালিনরূপী একটি চরিত্রকে হিটলার বা মুসোলিনির সমগোত্রীয় করে দেখানো হল। পশ্চিমি দেশে এই তুলনা ছিল সহজলভ্য, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে এতদিন তা 'ধর্মদ্রোহ'র শামিল ছিল। লেনিনগ্রাদের ফিফথ হুইল বলে একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামের সাংবাদিকরা পার্টির কর্তাব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত বিলাসবহুল ভিলার প্রাচীরে উঠে নেতাদের ভোগবাদী জীবনযাত্রার ছবি সম্প্রচার করতে শুরু করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ নানারকমের তথ্যে ও খবরে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

১৯৮৯-এর ৪ নভেম্বর *প্রাভদা*-য় দু'জন সোভিয়েত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন :

> যখন মানুষ এটা দেখার সুযোগ পেল যে বিশ্ব এবং দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের (পার্টি ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত) ধারণাগুলি অসত্য, একইরকম উন্মোচনের সহগামী যখন হয় তীব্র আর্থসামাজিক সংকট, তখন ব্যবস্থাটি সম্পর্কে যে মূল্যবোধগুলি বিদ্যমান থাকে, সেগুলি সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়। সত্য কোনটি? মিথ্যা কোনটি? কাকে বিশ্বাস করব? আজকের দিনের স্লোগানটিও কি তবে নতুন কোনো মিথ্যা? আক্ষরিক অর্থে প্রত্যেকেই একটা দ্বিধার মুখোমুখি হয়েছিল। (শার্লক, পৃষ্ঠা: ১১২)

এইরকম পরিস্থিতিতে, যখন কমিউনিস্ট পার্টিই বিভ্রান্ত, নিজের প্রচারিত ইতিহাস সম্পর্কে নিজেই সন্দিহান, জনগণের একটা বড়ো অংশ আর পার্টির কথা বিশ্বাস করে না, তখন এতদিনের প্রচলিত ইতিহাসের আর কোনো মূল্যই থাকে না। যে পাঠ্যবই ক্লাসে পড়ানো হত তা যদি 'প্রমাণিত' হয় 'মিথ্যা' বলে, তাহলে ছাত্ররা কোন্ বই পড়বে ইতিহাস

হিসেবে? বিভ্রান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ১৯৮৮-তে ইস্কুলে ইতিহাস পড়ানো ও ইতিহাস পরীক্ষাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একটা রাষ্ট্র যদি নিজেই নিজের ইতিহাসভাষ্যটি নস্যাৎ করে দেয়, অক্টোবর/নভেম্বর বিপ্লবের সমগ্র ঐতিহ্য সম্পর্কে যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সোভিয়েত ব্যবস্থার মতাদর্শগত শিকড় ও তার শাসনের নৈতিক দাবিটিই আর থাকে না। লেনিন সম্পর্কেই যখন এত প্রশ্ন, তিনি মানুষটিও যদি 'ভুল'-এ ও 'অপরাধ'-এ ভরা হন, তাহলে গর্বাচভের সংস্কারের ঘোষিত পথটির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়, কেননা তিনি তো লেনিন ও লেনিনবাদকেই তাঁর অনুপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এইভাবে সমাজতন্ত্রের সার্বিক চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে সংস্কার-সম্ভাবনাটির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়। মনে রাখতে হবে, *গ্লাসনস্ত*-এর কল্যাণে পশ্চিমি জীবনযাত্রা সম্পর্কে মানুষের পরিচয় আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিমি ভোগবাদী জীবনের আকর্ষণে মানুষের মনে ভোগের মানসিকতা ও আকাঙ্ক্ষা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই দেশে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল অর্থনৈতিক সংকট। এই দ্বান্দ্বিক সমাপতনে একদিকে যেমন সংস্কারের সমাজতান্ত্রিক ভাষ্যটি কোণঠাসা হয়েছিল, তেমনই অর্থনীতির খোলা-বাজারের বয়ানটি, এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পশ্চিমি মডেলটির আবেদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। উগ্র পরিবর্তনপন্থীরা সেদিকেই সংস্কারকে ঠেলে নিয়ে যেতে ও তার পক্ষে জনমত সংগঠিত করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র-বিরোধী মতাদর্শগত আক্রমণের বিরুদ্ধে সে-ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই পারেনি। ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-এ *gostelradio*-র চেয়ারম্যান এম. এফ. নেনাশেভ অভিযোগ করেছিলেন, চারদিক থেকে লেনিন যখন ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তখন কমিউনিস্ট পার্টি 'আশ্চর্যজনক মতাদর্শগত নিষ্ক্রিয়তা ও অসহায়তা'র পরিচয় দিয়েছে। 'মার্কসবাদীরা সব গেল কোথায়'—পার্টির পত্রিকা *Dialog*-এ এই শিরোনামে নিবন্ধও বেরিয়েছিল ১ জানুয়ারি, ১৯৯০।

কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশ নিজেরাই আর কমিউনিস্ট আদর্শ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করত না। ইয়েলৎসিন প্রমুখরা তো পার্টির সদস্য থেকেও হয়ে উঠেছিলেন তীব্রতম কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী। গর্বাচভের মতো মধ্যপন্থী সংস্কারকামীদের প্রচারে লেনিন যেন হয়ে উঠেছিলেন একজন যথার্থ 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট', যে-পরিচয় নস্যাৎ করতে লেনিন-বিদ্বেষীদের খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। আর পুরোনোপন্থী কমিউনিস্টদের সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে এসে পৌঁছেছিল। আকাদেমি অব সোস্যাল সায়েন্সেস-এর প্রোরেক্টর এল. আই. আন্তনোভিচ্ পার্টি-ইতিহাসের নেতিবাচক

পুনর্মূল্যায়নের রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে পার্টির 'লজ্জাজনক' অতীত-ইতিহাসের উন্মোচনের সঙ্গে তার বর্তমান নিষ্ক্রিয়তার একটা যোগ আছে। এই উন্মোচন কমিউনিস্টদের মধ্যে এমন এক অপরাধবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল যা শেষ পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল (শার্লক, পৃষ্ঠা : ১১৮)।

প্রসঙ্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ১৯৮৫-তে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক জনসংখ্যা ৬৫ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছিল — রাশিয়া, লাটভিয়া, ইউক্রেনের মতো দেশে এই অনুপাতটি ছিল আরও অনেক বেশি। স্তালিন শাসন করেছিলেন মূলত একটি গ্রামীণ কৃষিপ্রধান সমাজকে, ১৯৮০-র দশকের সোভিয়েত সমাজ ছিল তার চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন। শিক্ষার দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রসারের ফলে জন্ম নিয়েছিল একটি শিক্ষিত নাগরিক সমাজ। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েতের বিপুল গরিষ্ঠ জনগণের শুধুমাত্র চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষাই ছিল সম্বল। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষা হয়ে পড়েছিল বাধ্যতামূলক, তার সঙ্গে তাল রেখে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ১৯৮০-র মাঝামাঝি নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫ মিলিয়ন মানুষ ছিল স্নাতক। এর সঙ্গে আরও ৫ মিলিয়ন মানুষকে যোগ করা যেতে পারে যারা স্নাতকশ্রেণিতে ভরতি হয়েছিল (স্ট্রেয়ার, পৃষ্ঠা : ৬১)। এই বিপুল শিক্ষিত নাগরিক সমাজ, সফল মধ্যবিত্ত, পেশাদারি মানুষ ও বুদ্ধিবৃত্তিজীবীরা সাধারণভাবে অনেক বেশি স্বাধীনতা-মনস্ক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী শ্রেণিটিই গর্বাচভের সংস্কার-প্রকল্পের মূল সমর্থক ও সামাজিক ভিত্তি ছিল। এই ধরনের বহু মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং নেতৃত্বেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯৮০-র দশকে ৩০ শতাংশ পার্টি-সদস্য ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। শহরের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। পার্টি-সদস্যদের ৬০ শতাংশ শ্রমিকশ্রেণি থেকে এসেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল স্তালিনের সময়কালের থেকে। শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষ ও অতি দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল অদক্ষ শ্রমিকের থেকে অনেক গুণ বেশি। এই শ্রমিকরা ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিত এবং বেশিরভাগই পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজ করতেন (স্ট্রেয়ার, পৃষ্ঠা : ৬২)।

এইরকম শিক্ষিত ও অতিশিক্ষিত নাগরিক জনসমাজকে পূর্বের মতো কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক একটি ব্যবস্থার মধ্যে বেঁধে রাখা ছিল বেশ শক্ত কাজ। এরাই ছিল গর্বাচভের *পেরেস্ত্রোইকা* ও *গ্লাসনস্ত*-এর সবচেয়ে বড়ো সমর্থক। পাশ্চাত্যের মুক্ত জীবনযাত্রা ও ভোগবাদ তাদের সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। সোভিয়েত ব্যবস্থার অনেক সীমাবদ্ধতা ও দোষত্রুটি সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা কিন্তু মানুষকে একটা ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা দেবার চেষ্টা করেছিল। সব মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের অধিকার, দ্রব্যমূল্য

স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা, রেশনিং প্রথা ইত্যাদি ছিল সোভিয়েত ব্যবস্থার কল্যাণমূলক দিক (যদিও, তীব্র আর্থিক দুর্দশা এই কল্যাণকর দিকটির কার্যকারিতা বহুলাংশে নষ্ট করেছিল)। সফল উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাগরিক সমাজের কাছে এই সমস্ত রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার চেয়ে বেশি শ্রেয় ও কাম্য বিবেচিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের মতো ভোগবাদী জীবন এবং স্বাধীন ও মুক্ত জীবনযাত্রা। এটিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ক্রমশ তাঁরা সোভিয়েত ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরের দাবিটির দিকে ঘুরে গিয়েছিলেন।

৭

শুধুমাত্র কমিউনিস্ট শাসনই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক বহুজাতিক রাষ্ট্রটির ভাঙনের সঙ্গেও ইতিহাসের এই পুনর্মূল্যায়ন ও *গ্লাসনস্ত*-এর যোগ ছিল। সে-সম্পর্কে দু-চার কথা বলে আমরা আলোচনা শেষ করব। যে বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধাক্কায় সোভিয়েত দেশটার ভাঙন ঘটল, তার উৎস সন্ধানে খুব অতীতে ফিরে যাবার কারণ তেমন নেই। সাম্প্রতিক গবেষণা এমন কথা বলছে না যে, 'বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করে' সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক দেশটির গড়ে ওঠার মধ্যেই নিহিত ছিল তার অনিবার্য ভাঙনের বীজ। সংহত জাতীয় চেতনা বা বোধটি একান্তভাবেই আধুনিক কালের বিষয় এবং এ-ব্যাপারে রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণ কর্মসূচির একটা যোগ থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন গড়ে উঠছে তখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতীয় সচেতনতা খুবই প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শক্তিসংহতির পরিণামে সত্তর বছর পরে দেশটার অবলুপ্তি ঘটবে, তার সঙ্গে এই প্রাথমিক জনগোষ্ঠীগত চেতনার কোনো সরলরৈখিক যোগাযোগ ছিল না।

বরঞ্চ লক্ষণীয় ব্যাপার হল, সোভিয়েত সরকারি নীতির পরিণামেই অঙ্গরাজ্যগুলির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ও প্রসার ঘটেছিল। এমনিতে সমাজতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃত্বের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আত্মাভিমানের একটা বিরোধ আছে; সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্মাতারা একসময় হয়তো ভেবেওছিলেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিস্তারের ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ কালক্রমে এক মহাজাতির মধ্যে লীন হয়ে যাবে। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলেছিল। জনগোষ্ঠীগত বিভিন্নতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। জাতীয় ভিত্তিতে প্রশাসনিক একক গঠন করে, স্থানীয় জাতীয় ভাষাগুলিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়ে, স্থানীয় 'এলিট'দের সেখানকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করে, বলা যেতে পারে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে জাতিনির্মাণের কাজ ত্বরান্বিতই করেছিল সোভিয়েত নেতৃত্ব। প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রেরই ছিল আঞ্চলিক সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

সোভিয়েত সংবাদমাধ্যমও বহুলাংশে আঞ্চলিক জাতিগত ভিত্তিতে গঠিত ছিল। এইভাবে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ নিজেদের অজান্তেই অঙ্গরাজ্যগুলিতে জাতীয়তাবাদের পরিকাঠামো সৃষ্টি করে রেখেছিল। অঙ্গরাজ্যগুলিতে বিরাজ করছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য — যেন-বা 'স্বাধীনতাহীন' বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের সমবায় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জাতিগত সচেতনতা ও আত্মপরিচিতির উল্লেখযোগ্য বিকাশ সত্ত্বেও ১৯৮৬-৮৭ সালেও অঙ্গরাজ্যগুলিতে 'স্বাধীনতা' বা বিচ্ছিন্নতার আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ তেমন দেখা যায়নি। গর্বাচভের সংস্কার-কর্মসূচি ও *গ্লাসনস্ত*-এর পরিণাম এক্ষেত্রেও নির্ণায়ক হয়েছিল। সংস্কারের সূত্র ধরে কেন্দ্রীকৃত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শৈথিল্য, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণবাদী কাঠামোয় ভাঙন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্যের সাধারণ সূত্রটিকেই ছিন্ন করে দিয়েছিল। মুক্ত পরিবেশ এবং সোভিয়েত ইতিহাসের পুনর্বিচারের অবাধ ছাড়পত্র বিচ্ছিন্নতাকামী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সুযোগ করে দিয়েছিল তাদের জাতীয়তাবাদের নিজস্ব বয়ান রচনা করার এবং সেই বয়ান ও ভাষ্যের পিছনে বেশি বেশি করে মানুষকে সমবেত ও সংগঠিত করার। এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়ার মতো বালটিক অঙ্গরাজ্যগুলির কথাই ধরা যাক। এই অঞ্চলগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪০ সালে। এই অঞ্চলেই বিচ্ছিন্নতার দাবি সবচেয়ে জোরালো হয়েছিল। সোভিয়েত সরকারি ভাষ্যে এই দেশগুলির সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির পিছনে কখনোই বলপ্রয়োগ ও পররাজ্যগ্রাসের বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি। বলা হত, এই দেশগুলি স্বেচ্ছায় সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বালটিক জাতীয়তাবাদীরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সরকারি ভাষ্যটি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের দেশের অন্তর্ভুক্তিকরণের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত গণমাধ্যম স্তালিননিন্দায় মুখর হয়েছিল, এমনকি সমালোচনা থেকে স্তালিনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নীতিও বাদ যাচ্ছিল না। পরিস্থিতির পূর্ণমাত্রায় সুযোগ নিয়ে বালটিক জাতীয়তাবাদীরা তাদের দেশে স্তালিনীয় নীতির অনৈতিক ও আগ্রাসী চরিত্রের উপর জোর দিতে থাকল। বলতে চাইল, কীভাবে সেদিন বালটিক দেশের স্বাধীনচেতা মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিপুল-সংখ্যক বালটিকবাসীকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, সর্বোপরি তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। *গ্লাসনস্ত*-এর পরিবেশে এই বিষয়গুলি নিয়ে সারা দেশজুড়ে অবাধে প্রচার চালানো এবং জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। স্থানীয় জাতীয়তাবাদীরা এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত মিডিয়া এবং চিন্তক সম্প্রদায়ের একাংশের সহযোগিতা ও সমর্থনও পেয়েছিল। স্পর্শকাতর এই বিষয়গুলি নিয়ে সেখানেও শুরু হয়েছিল

ঢালাও আলোচনা। বিতর্কিত বিষয় প্রকাশের জন্যে কাগজ ও পত্রিকাগুলোর বিক্রিও বেড়েছিল খুব।

সোভিয়েত ইতিহাসের পুনর্বিচার-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ১৯৩৯-এর নাতসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তিটির পুনর্মূল্যায়নের দাবি। এই চুক্তির একটি গোপন প্রোটোকল ছিল, যেখানে স্তালিন ও হিটলার পরস্পরের মধ্যে পূর্ব ইউরোপ ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন। ফলে, বালটিক অঞ্চল, পূর্ব পোল্যান্ড এবং বেসারাবিয়ার লিথুয়ানিয়ান অংশটি গ্রাস করতে স্তালিনের আর কোনো বাধা ছিল না। নাতসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির এই গোপন অংশটি সোভিয়েত-কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে কোনোদিন স্বীকার করেনি। এমনকি সংস্কারের যুগেও এটি স্বীকার করে নেবার ক্ষেত্রে গর্বাচভ ও অন্যান্য সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। কিন্তু *গ্লাসনস্ত*-এর ফলে যখন পশ্চিমি তথ্য সোভিয়েত মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, এবং সোভিয়েত মিডিয়াতে এ-নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হল, তখন সোভিয়েত-কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় গোপন প্রোটোকলটির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে (আগস্ট,১৯৮৯)। অবশ্য ওই প্রোটোকলের যৌক্তিকতা দাবি করে বলা হয়েছিল, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই চুক্তিটি না করে স্তালিনের উপায় ছিল না, কেননা সোভিয়েতের তরফে ফ্যাসি-বিরোধী জোট গঠনের আহ্বান বারংবার অগ্রাহ্য করে পশ্চিমি শক্তি হিটলারকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠেলে দিতে চাইছিল। এই পরিস্থিতিতে স্তালিন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ গোপন প্রোটোকলটির উৎস ছিল জাতীয় নিরাপত্তার বিবেচনা। জাতীয় নিরাপত্তা আরও কিছুটা প্রসারিত করতে ওই অঞ্চলের দেশগুলি নিয়ে একটি আঞ্চলিক 'বাফার' গঠনে সচেষ্ট হন স্তালিন। সোভিয়েত-কর্তৃপক্ষ এও মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল, প্রোটোকলটির যতই সমালোচনা করা যাক না কেন, এর ফলেই কিন্তু বালটিক রাষ্ট্রগুলি নৃশংসতম জার্মান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

সোভিয়েত নেতৃত্বের তরফে এইরকম আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গোপন প্রোটোকলটি তীব্রভাবে ধিক্কৃত হতে শুরু করেছিল। স্তালিন-বিরোধিতার সেই সামগ্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে মিশে গিয়েছিল এই ধিক্কার—পরস্পরকে পুষ্টও করেছিল। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত প্রোটোকলটির অনৈতিকতা মেনে নেয় (নাতসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির যৌক্তিকতা অবশ্য খণ্ডন করা হয়নি)। বলা হয়, এই প্রোটোকলটি বিদেশনীতির লেনিনীয় আদর্শ লঙ্ঘন করেছিল। তবে গর্বাচভ প্রমুখেরা গোপন প্রোটোকলটির সঙ্গে ১৯৪০-এ বালটিক দেশগুলির অন্তর্ভুক্তির কোনো সম্পর্ক স্বীকার করেননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আসন্ন জার্মান আক্রমণের মুখে সোভিয়েতপন্থী সমাজবিপ্লবের পরিণতিতেই ওই দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পরে, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ার আইনসভায় এই অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে ভোট দিয়ে সম্মতিও জানানো হয়।

বিচ্ছিন্নতাকামী বালটিক জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু 'বলপ্রয়োগে রাজ্যগ্রাস'-এর বয়ানটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। দাবি করছিল, বালটিক রাষ্ট্রগুলোয় সোভিয়েত শাসন অবৈধ ও আন্তর্জাতিক আইনবিরুদ্ধ। নানা নতুন নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। তার ধাক্কায় বহু মানুষ পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে বালটিক রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছিলেন।

জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতাপন্থীদের শক্তি অর্জন ও ক্রমান্বয়ে শক্তিবৃদ্ধির পথে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল সোভিয়েত নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার। গর্বাচভ একদলীয় কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অবসানের লক্ষ্যে ১৯৮৯-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এর নির্বাচনে অন্যান্য শক্তিকেও অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার ফলে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি একদিকে যেমন নির্বাচনে অংশ নিতে পেরেছিল, তেমনই সম্ভব হয়েছিল তাদের দাবিগুলির পিছনে মানুষকে সংগঠিত করা। কমিউনিস্টরা পড়েছিল উভয়সংকটে। প্রথম দিকে বালটিক দেশগুলির কমিউনিস্ট নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী দাবিদাওয়া সমর্থন করেনি, কেন্দ্রীয় সোভিয়েত নেতৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলতে চেয়েছিল। ফল হল ১৯৮৯-এর নির্বাচনে তাদের শোচনীয় বিপর্যয়। নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে, এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে, স্থানীয় স্বার্থ ও দাবিদাওয়া অগ্রাধিকার দেওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। এইভাবে জাতীয়তাবাদী দাবির দিকে ঘুরে গিয়েছিল বালটিক অঙ্গরাজ্যগুলির স্থানীয় নেতৃত্ব। ১৯৮৮-র শুরুতেও যা স্পষ্ট ছিল না, ১৯৮৯-৯০-এ অনিবার্য ভাঙনের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৮

৯১-এর শেষে, ৩১ ডিসেম্বরের আগেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট দেখা দিলেন টিভির পর্দায়। নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তা শোনাতে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সংবাদ জানাতে। ৭৪ বছর আগে এক মহাবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। ...সেই রাষ্ট্র, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আর থাকবে না — ৯১-এর ডিসেম্বরে মিনিট পাঁচেকের এই টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা করলেন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ। তবে এজন্য মস্কোবাসীর নোভাগোদ্‌নি প্রাজনিক (নববর্ষের উৎসব) উদ্‌যাপনে কোনো ভাটা পড়েছিল বলে আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি। নতুন রাশিয়ায়,

'মুক্ত' রাশিয়ায়, নতুন বছর পালিত হয়েছিল আরও উৎসাহে, আরও আনন্দে, আরও ভোদ্‌কায়, আরও শ্যাম্পেনে। মস্কোবাসী তখন 'স্বাধীন', কোনো নিয়মের নিগড়ে বাঁধা নয়। 'সায়ুজ সোভিয়েতস্কি খ সাৎসিয়ালিস্তিচেস্কিখ রিস্‌পুবলিক (ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস) নামক 'আপদ'টা অবশেষে বিদায় নিয়েছে। নতুন রাশিয়া, নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা, আগের 'ভুল' শুধরে নিয়ে নতুন পথে চলা — রাশিয়ার সামনে তখন নতুনের হাতছানি। পুরোনোকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় তখন?

—*ধূসর মস্কো*, পৃষ্ঠা : ২০৩-৪

মোহভঙ্গ হতে রুশবাসীর অবশ্য দেরি হয়নি। 'সমাজতন্ত্র' ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইয়েলৎসিন ও তাঁর সঙ্গীরা রাশিয়াকে করে তুলেছিলেন পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির নির্বাধ বিচরণক্ষেত্র। পরিণাম হয়েছিল ভয়ংকর—ভয়ংকরতম। ১৯৯০-এর দশক ছিল রাশিয়ার ইতিহাসে ভয়াবহতম অধ্যায়। জীবনযাত্রার মানের এমন সার্বিক বিপর্যয় বিশ্ব ইতিহাসেও ছিল নজিরবিহীন। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময়গুলি ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অমন বিস্তারের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ত্রিভুবনে নেই। আয়ের বৈষম্যে পৃথিবীর হতভাগ্যতম দেশগুলির সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছিল এক-সময়ের অনেকখানি সমতাবিশিষ্ট রুশ সমাজ। ১৯৮৯-এ সেখানকার মাত্র ২ শতাংশ মানুষ ছিলেন দারিদ্র্যসীমার নীচে, ১৯৯৮-এ সংখ্যাটা প্রায় ২৪ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছিল (যাদের আয় দিনে মাত্র ২ ডলার)। ৪০ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ছিল ৪ ডলারের নীচে (স্টিগলিৎজ, পৃষ্ঠা : ১৫৩-১৫৪)। শুধু দারিদ্র্য ও বৈষম্যই নয়, রাশিয়ায় বিরাজ করছিল চরম নৈরাজ্য ও নিরাপত্তাহীনতা।

স্বভাবতই ১৯৯০-এর দশকটা যত গড়াচ্ছিল, মানুষের মধ্যে আশাভঙ্গের যন্ত্রণা তত তীব্র হচ্ছিল। মানুষ আবার হিসেব করতে বসেছিল — কী হারালাম আর কী পেলাম। সেই সার্বিক দুরবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে, সোভিয়েত শাসনের সবচেয়ে অনুজ্জ্বল অধ্যায় ব্রেজনেভের যুগকেও মনে হচ্ছিল স্বর্ণযুগ হিসেবে। অনেকের কাছে স্তালিন আবার হয়ে উঠেছিলেন প্রিয়তম এক নেতা। যে উদারনৈতিক চিন্তকসমাজ সোভিয়েত ইতিহাসের পুরো অধ্যায়টিকেই নিন্দায় মুড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরাই সেই ইতিহাসের মধ্যে গৌরবের অনেক উপাদান খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন। ১৯৯৯-এ একটি সমীক্ষায় ৮৭ শতাংশ মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত বলে মতপ্রকাশ করেছিল (শার্লক, পৃষ্ঠা : ১৮৭)। এই হা-হুতাশের সবটা নিশ্চয় সমাজতন্ত্র বা কমিউনিস্ট শাসনের জন্য ছিল না, কেননা সমাজতন্ত্র ছাড়াও সোভিয়েত প্রেমের আরও অনেক কারণ ছিল, যেমন বিশ্বমানচিত্রে মহাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত

ইউনিয়নের গুরুত্ব ও প্রতাপ, বিজ্ঞান, খেলাধুলো প্রভৃতি ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে গৌরব ও খ্যাতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখার মতো হল, ওই সমীক্ষায় ৪০ শতাংশ মানুষ তাদের কাম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে, যদিও তার আরও গণতান্ত্রিক রূপের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিল।

এ-কথার মানে এই নয় যে সোভিয়েত ব্যবস্থা বা সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনরুজ্জীবনের কোনো সম্ভাবনা আছে। আমরা বিশিষ্ট মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এরিক হবসবমের ভাষা দিয়েই বলতে পারি, এই ধরনের সমাজতন্ত্রের পুনর্জন্ম সম্ভবও নয়, কাম্যও নয় (হবসবম, পৃষ্ঠা : ৪৯৮)। একটি দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়ে পুঁজিবাদ-বিরোধী একটি সমাজ নির্মাণের এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, কিন্তু কোনোভাবেই তা মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারেনি। একুশ শতকের সমাজতন্ত্রমুখী রাজনীতিকে ভিন্ন আঙ্গিকে বাঁধবার চর্চা তাই শুরু হয়েছে — সারা পৃথিবী জুড়েই। এ কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করা নয়, বরঞ্চ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে চলা। এ কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিচ্যুতি-বিকৃতি এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশের দাবি করে ও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক থেকে যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. টমাস শার্লক (Thomas Sherlock), *হিস্টোরিকাল ন্যারেটিভস ইন দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন অ্যান্ড পোস্ট-সোভিয়েট রাশিয়া : ডেস্ট্রয়িং দ্য সেটল্ড পিস, ক্রিয়েটিং অ্যান আনসার্টেন ফিউচার*, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০৭। বর্তমান প্রবন্ধের তথ্যসমূহের মূল উৎস এই বইটি।

২. রবার্ট ডব্লু স্ট্রেয়ার (Robert W. Strayer), *হোয়াই ডিড দি সোভিয়েট কোলাপস? আনডারস্ট্যান্ডিং হিস্টোরিকাল চেঞ্জ*, এম্. ই. শার্প, ১৯৯৮।

৩. সেরিনা জাহান, *ধূসর মস্কো*, একুশ শতক, ২০০৫।

৪. সেরিনা জাহান, 'ওলগার কাছে চিঠি', পুনঃপ্রকাশ, *সংবীক্ষণ*, ২০১১, সোনারপুর, ২৪ পরগনা।

৫. জোসেফ স্টিগলিৎজ (Joseph Stiglitz), *গ্লোবালাইজেসন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্টস*, পেঙ্গুইন বুকস, ২০০২।

৬. এরিক হব্সবম (Eric Hobsbawm), *এজ অব এক্সট্রিম্স, দি শর্ট টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি, ১৯১৪-১৯৯১*, ভাইকিং, ১৯৯৫।

বর্তমান প্রবন্ধের পূর্ববর্তী খসড়াটি লেখা হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে, সেরিনা জাহানের অকালপ্রয়াণের পরে, সেরিনা জাহান সম্মাননা গ্রন্থের জন্যে। সেই গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় কিছুটা পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে এখানে প্রকাশ করা হল। [লেখক]